দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

004

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ৭শ' পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল হবার সম্ভাবনা

কুমিল্লা, ১১ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীনে ১৯৮৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২৪টি কলেজ থেকে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৭শ' জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিতাদেশ বহাল রাখা হয়েছে।

এসব পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি ফরমের বিবরণ অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্তক্রমে তাদের রেজিষ্ট্রেশন ও ছাড়পত্র জাল বা ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ প্রেক্ষিতে বোর্ডে ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈধ কাগজপত্র দাখিল করার অভিযোগে এসব পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলোর তুলনায় ১৯৮৬ সালে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বোর্ডের প্রচলিত বিধি মোতাবেক তাদের দাখিলকৃত, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, ছাড়পত্র, পুরাতন এডমিট কার্ড, আপত্তিবিহীন সনদ, (যার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) ইত্যাদির বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালান। পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র ২৫টি কলেজ তদন্তক্রমে এসব কলেজ হতে অংশগ্রহণকারী ৩,৮৬৫ জন পরীক্ষার্থীর দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্দেহ হওয়ায় তাদের পরীক্ষার ফলাফল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বৈধ কাগজপত্রাদি দাখিল করতে সক্ষম হওয়ায় প্রায় তিন হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল মুক্ত করা হয়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় অবৈধভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের অভিযোগে চট্টগ্রামের ইমাম গাজ্জালী কলেজ, ফতেয়াবাদ কলেজ, বাঁশখালী কলেজ, আলাওল কলেজ, সুলাইন সালে নূর কলেজ, কধুরখীল জলীল আম্বিয়া কলেজ, মিরশরাই কলেজ, লক্ষ্মীপুরের আলেকজান্ডার কলেজ, চাঁদপুরের মেহার কলেজ, কচুয়া বঙ্গবন্ধু কলেজ, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ কলেজ, মৌলবীবাজারের শ্রীমংগল কলেজ এবং কুল্লির অজিতগুহ কলেজ, চৌয়ারা কলেজ, লালমাই কলেজ, নিমসার কলেজ, চিত্তড়া কলেজ, গুণবতী কলেজ, দাউদকান্দি এস এন কলেজ, গৌরীপুর মুন্সি ফজলুর রহমান কলেজ, রাবেয়া মহিলা কলেজ, চৌদ্দগ্রাম কলেজ, কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম কলেজ ও পয়ালগাছা কলেজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বোর্ডে জাল ও ভুয়া রেজিষ্ট্রেশন এবং ছাড়পত্র দাখিল করার অভিযোগে কতিপয় পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ চিন্তা-ভাবনা করছেন।